''সংকল্প শক্তির মহত্বকে জেনে তাকে বাড়াও আর প্রয়োগে আনো''

আজ মহোত্তম বাবা চতুর্দিকে তাঁর নিজের শ্রেষ্ঠ বাচ্চাদের দেখে প্রসন্ন হচ্ছেন, কেননা সারা বিশ্বের আত্মাদের থেকে তোমরা বাচ্চারা শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ হাইয়েস্ট। দুনিয়ার ওরা বলে হাইয়েস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড তাও এক জন্মের জন্য কিন্তু তোমরা বাচ্চারা হাইয়েস্ট ইন দ্য কল্প। সারা কল্পে তোমরা শ্রেষ্ঠ থেকেছো। জানো তো না? নিজেদের অনাদিকাল দেখো, অনাদিকালেও তোমরা সব আত্মারা বাবার কাছে থাকো। দেখতে পাচ্ছো যে, অনাদিরূপেও সাথে সাথে সমীপে থাকা শ্রেষ্ঠ আত্মা তোমরা। থাকে সবাই, কিন্তু তোমাদের স্থান অনেক কাছে। তো অনাদিরূপেও উঁচু হতে উঁচু তোমরা। এরপরে এসো আদিকালে, সব বাচ্চা দেব-পদধারী দেবতা রূপে। মনে আছে তোমাদের নিজেদের দৈবী স্বরূপ? আদিকালে সবাই প্রাপ্তি স্বরূপ তোমরা। তন-মন-ধন এবং জন চার স্বরূপেই শ্রেষ্ঠ তোমরা। সদা সম্পন্ন, সর্বপ্রাপ্তি স্বরূপ। এমন দেব-পদ অন্য কোনও আত্মাদের প্রাপ্ত হয় না। হতে পারে তারা ধর্ম-আত্মা কিংবা মহাত্মা কিন্তু এইরকম সর্বপ্রাপ্তিতে শ্রেষ্ঠ, অপ্রাপ্তির লেশমাত্র নেই, কেউই অনুভব করতে পারে না। এরপরে এসো মধ্যকালে, তো মধ্যকালেও তোমরা আত্মারা পূজ্য হও। তোমাদের জড় চিত্রের পূজন হয়ে থাকে। কোনও আত্মাদের এইভাবে বিধিপূর্বক পূজা হয় না, যেভাবে পূজ্য আত্মাদের বিধিপূর্বক পূজা হয়ে থাকে, তো ভাবো এমন বিধিপূর্বক আর কার পূজা হয়! প্রতিটি কর্মের পূজা হয়, কারণ তোমরা কর্মযোগী হও। তাইতো পূজাও প্রতিটি কর্মের হয়। হতে পারে ধর্ম-আত্মাদের কিংবা মহান আত্মাদের মন্দিরে সাথে রাখেও, কিন্তু বিধিপূর্বক তাদের পূজা হয় না। সুতরাং মধ্যকালেও হাইয়েস্ট অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ তোমরা। এরপরে এসো বর্তমান অন্তকালে, তো অন্তকালেও এখন সঙ্গমে তোমরা শ্রেষ্ঠ আত্মা। কি শ্রেষ্ঠত্ব? স্বয়ং ব্যাপদাদা - স্বয়ং পরমাত্ম-আত্মা এবং আদি-আত্মা অর্থাৎ বাপদাদা, উভয়ের দ্বারা পালনাও নিয়ে থাকো, পঠন-পাঠনও করো, সাথে সদ্গুরু দ্বারা শ্রীমৎ নেওয়ার অধিকারী হয়েছো। তো অনাদিকাল, মধ্যকাল এবং এখন অন্তকালেও হাইয়েস্ট তোমরা, শ্রেষ্ঠ তোমরা। এত নেশা থাকে তোমাদের?

বাপদাদা বলেন, এই স্মৃতিকে ইমার্জ করো। মন-বুদ্ধিতে এই প্রাপ্তি পুনরাবৃত্তি করো। স্মৃতিকে যত ইমার্জ রাখবে ততোই স্মৃতি দ্বারা অধ্যাত্ম নেশা হবে। খুশি থাকবে, শক্তিশালী হবে। এতটা হাইয়েস্ট আত্মা হয়েছো। এই পাক্কা নিশ্চয় আছে যে আমরাই হাইয়েস্ট, শ্রেষ্ঠ হয়েছিলাম, হয়েছি আর সদা হতে থাকবো? পাক্কা নিশ্চয় যদি থাকে তো হাত তোলো। টিচাররাও তুলেছে।

মাতারা তো সদা খুশির দোলায় দোলে, দোলে তো না! মাতাদের খুব নেশা থাকে, কী নেশা থাকে? আমাদের জন্য বাবা এসেছেন। নেশা আছে তো না! দ্বাপর থেকে সবাই নিচে নামিয়েছে, সেইজন্য মাতাদের প্রতি বাবার অনেক ভালোবাসা আছে আর বিশেষভাবে মাতাদের জন্য বাবা এসেছেন। তোমরা খুশি হচ্ছো, কিন্তু সদা খুশি থাকতে হবে। এইরকম নয় এখন হাত তুলছো আর ট্রেনে যেতে যেতে একটু একটু করে নেশা কমতে থাকবে, সদা একরস, অবিনশী নেশা যেন থাকে। কখনো কখনোর নেশা নয়, সদাসর্বদার নেশা সদাই খুশি প্রদান করে। তোমরা সব মাতার মুখ সদা এমন হওয়া উচিত যাতে দূর থেকে যেন রুহানী গোলাপ রূপে প্রতীয়মান হয়, কেননা এই বিশ্ব বিদ্যালয়ের যে বিষয় সবার ভালো লাগে - যে বিশেষত্ব দেখা যায় তা হলো এটাই যে মাতারা সদা প্রস্ফুটিত রুহানী গোলাপসম পুষ্প এবং মাতারাই দায়িত্ব পালন করে, মাতারাই এত বড় কার্য করছে। হতে পারে মহামন্ডলেশ্বর, কিন্তু সেও মনে করে যে মাতারা নিমিত্ত হয়েছে এবং এমন শ্রেষ্ঠ কার্য সহজভাবে চালাচ্ছে। মাতাদের বিষয়ে প্রচলিত আছে - যদিও সত্যি নয়, কিন্তু বলে থাকে যে - দু'জন মাতার একত্রে একসঙ্গে কোনো কাজ করা খুব কঠিন। কিন্তু এখানে নিমিত্ত কে? মাতারাই তো না! যখনই কেউ তোমাদের কাছে দেখা করতে আসে তো কী জিজ্ঞাসা করে? মাতারা চালাচ্ছে, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-ঝামেলা নেই! খিটখিট করে না? কিন্তু তারা কীভাবে জানবে যে এরা সাধারণ মাতা নয়, এরা পরমাত্মা দ্বারা তৈরি আত্মা-মাতা। পরমাত্ম-বরদান এদের চালনা করছে। এমন নয় তো যে ভাইরা (পান্ডব) মনে করে যে মাতাদের মান আছে, আমাদের কী নেই! তোমাদেরও গায়ন আছে, পঞ্চ পান্ডব গাওয়া হয়েছে। শক্তির সাথে, ৭ শীতলা দেখানো হয় তো এক পান্ডবও

দেখায়। তাছাড়া, পান্ডব ব্যতীত মাতারা চালাতে পারতো না, মাতাদের ছাড়া পান্ডব চালাতে পারতো না। উভয় ভুজই দরকার কিন্তু মাতাদের অনেক নিচে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল তো না! সেইজন্য যে দুনিয়া মাতাদের জন্য কিছু করা

অসম্ভব মনে করতো, বাবা তা' সম্ভব করে দেখাচ্ছেন। তোমরা খুশি তো মাতাদের দেখে? নাকি না? খুশি তো না! যদি মাতাদেরকে বাবা নিমিত্ত না বানাতেন তাহলে নতুন জ্ঞান, নতুন সিস্টেম হওয়ার কারণে পান্ডবদের দেখে খুব হাঙ্গামা হতো। মাতারা ঢাল কারণ নতুন জ্ঞান তো না! নতুন বিষয়। কিন্তু বোনেদের সাথে ভাই সদাই সাথে আছে। পান্ডব নিজেদের কাজে সামনে আছে আর বোনেরা তাদের নিজেদের কাজে সামনে আছে। উভয়ের পরামর্শে সব কার্য নির্বিঘ্ন হয়ে চালাচ্ছে।

বাপদাদা প্রতিদিন বাচ্চাদের ভিন্ন ভিন্ন কার্য দেখতে থাকেন। নতুন নতুন প্ল্যান তৈরি হতেই থাকে। সময় তো সকলের স্মরণে আছে। স্মরণে আছে? ৯৯ সালের চক্রও সম্পূর্ণ হয়ে গেছে তো না! কী ভাবতে, ৯৯ সাল এসে গেছে, ৯৯ সাল এসে গেছে! কিন্তু তোমাদের সবার জন্য সেবা করার বছর, নির্বিঘ্ন থাকার বছর হিসেবে প্রাপ্ত হয়েছে। দেখ ৯৯-এই মৌন ভাট্টি করছো তো না! দুনিয়া ঘাবড়ে যায় আর তোমরা, যত তারা ঘাবড়ে যায় ততই তোমরা সবাই স্মরণের গভীরে যাচ্ছো। মনের মৌনতা হলোই - জ্ঞান সাগরের তলে যাওয়া আর নতুন নতুন রত্ন নিয়ে আসা। যা বাপদাদা আগেও ইশারা দিয়েছেন - সবচেয়ে বড় ভান্ডার হলো যা বর্তমান আর ভবিষ্যৎ বানায়, সেটাই শ্রেষ্ঠ ভান্ডার, শ্রেষ্ঠ সংকল্পের ভান্ডার। সংকল্প শক্তি অনেক বড় শক্তি যা তোমরা সব বাচ্চার কাছে আছে - শ্রেষ্ঠ সংকল্পের শক্তি। সংকল্প তো সবার কাছে আছে কিন্তু শ্রেষ্ঠ শক্তি, শুভ ভাবনা, শুভ কামনার সংকল্প শক্তি, মন-বুদ্ধি একাগ্র করার শক্তি - এ' তো তোমাদের কাছে আছেই। ভবিষ্যতে যত এগোতে থাকবে ততোই এই সংকল্প শক্তি জমা করতে থাকবে, ব্যর্থ খোয়াবে না, ব্যর্থ খোয়ানোর মুখ্য কারণ হলো - ব্যর্থ সংকল্প। ব্যর্থ সঙ্কল্প! বাপদাদা দেখেছেন

মেজরিটি বাচ্চাদের সারাদিনে ব্যর্থ এখনও রয়েছে। যেমন স্থূল ধনকে যারা ইকনমিক্যালি ইউজ করে তারা সদাই সম্পন্ন থাকে। আর যারা ব্যর্থ খুইয়ে দেয় তারা কোথাও না কোথাও প্রবঞ্চিত হয়। ঠিক সেইরকমই শুদ্ধ সংকল্পে এত শক্তি আছে তোমাদের ক্যাচিং পাওয়ার, ভাইব্রেশন ক্যাচ করার পাওয়ার, অনেক বাড়তে পারে। এই ওয়্যারলেস, এই টেলিফোন ... যেমন সায়েন্সের এই সাধন কার্য করে তেমনই এই শুদ্ধ সংকল্পের ভান্ডার, সেইরকমই কার্য করবে যা লন্ডনে বসে কোনও আত্মার ভাইব্রেশন তোমাদের এমনই স্পষ্ট ক্যাচ হবে যেমন এই ওয়্যারলেস কিংবা টেলিফোন, টি.ভি. এসব যে সাধনই রয়েছে...যত সাধন বের হয়ে গেছে, এর থেকেও স্পষ্ট তোমাদের ক্যাচিং পাওয়ার, একাগ্রতার শক্তির দ্বারা বৃদ্ধি পাবে। এই আধার তো শেষ হওয়ারই আছে। এই সব সাধন কোন আধারে? লাইটের (বিদ্যুতের) আধারে। সুখের সাধন যা কিছু আছে তার মেজরিটি লাইটের আধারে। তাহলে কী তোমাদের আধ্যাত্মিক লাইট, আত্ম লাইট এই কাজ করতে পারে না! তোমরা যেমন চাও কাছের থেকে দূরের থেকে ভাইব্রেশন ক্যাচ করতে পারো। এখন শুধু একাগ্রতার শক্তি – মন-বুদ্ধি দুইই একাগ্র হতে হবে তবে ক্যাচিং পাওয়ার হবে। অনেক অনুভব করবে। যখন তোমাদের সংকল্প নি:স্বার্থ, স্বচ্ছ, স্পষ্ট হবে তখন তা' খুব কুইক অনুভব করাবে। সাইলেন্সের শক্তির সামনে এই সায়েন্স নত হবে। এখনও লোকে ভেবে যাচ্ছে যে সায়েন্সেও কিছু মিসিং আছে যা পূরণ করা প্রয়োজন।

সেইজন্য বাপদাদা আবারও আন্ডারলাইন করাচ্ছেন 'অন্তিম স্টেজ অন্তিম সেবা' - তোমাদের সঙ্কল্প শক্তিই খুব ফাস্ট এই সেবা করাবে। সেইজন্য সংকল্প শক্তির উপরে আরও অ্যাটেনশন দাও। বাঁচাও, জমা করো। অনেক কাজে আসবে। এই সংকল্প শক্তির দ্বারা প্রয়োগী হবে। সায়েন্স গুরুত্বপূর্ণ কেন? গবেষণা করার পরে যখন প্রয়োগে আসে তখন সবাই মনে করে হ্যাঁ! সায়েন্স ভালো কাজ করে। তো সাইলেন্সের

পাওয়ার প্রয়োগ করার জন্য একাগ্রতার শক্তি চাই এবং একাগ্রতার মূল আধার হলো - মনের কন্ট্রোলিং পাওয়ার যার দ্বারা মনোবল বাড়ে। মনোবলের বড় মহিমা, যারা ঋদ্ধি-সিদ্ধি করে তারাও মনোবলের দ্বারা অল্পকালের চমৎকার দেখায়। তোমরা তো বিধিপূর্বক, ঋদ্ধি-সিদ্ধি নয়, বিধিপূর্বক কল্যাণকারী চমৎকার দেখাবে যা বরদান হয়ে যাবে, আত্মাদের জন্য এই সংকল্প শক্তির প্রয়োগ বরদান প্রমাণ হয়ে যাবে। সুতরাং প্রথমে এটা চেক করো যে, মনকে কন্ট্রোল করার কন্ট্রোলিং পাওয়ার আছে কিনা! সায়েন্সের শক্তির দ্বারা যেমন সেকেন্ডে, সুইচের আধারে কোনো কাজ পরিবর্তন করতে, সুইচ অন করো, সুইচ অফ করো - সেইরকম সেকেন্ডে মনকে যেখানে চাও যেভাবে চাও যতটা সময় চাও ততটা কন্ট্রোল করতে পারো? খুব ভালো ভাবেই নিজের জন্যও এবং সেবাতেও সফলতা স্বরূপ প্রতীয়মান হবে। কিন্তু বাপদাদা দেখেন যে, সঙ্কল্প শক্তির জমার খাতার ক্ষেত্রে তোমাদের অ্যাটেনশন এখনও সাধারণ। যতটা হওয়া উচিত ছিল ততটা হয়নি। সংকল্পের আধারে বোল আর কর্ম অটোমেটিক্যালি চলে। আলাদা আলাদা ভাবে পরিশ্রম করার প্রয়োজনই নেই। তোমরা ভাবো, আজ বোল কন্ট্রোল করবো, আজ দৃষ্টিতে অ্যাটেনশন দেবো, পরিশ্রম করবো, আজ বৃত্তিকে অ্যাটেনশন এর দ্বারা চেঞ্জ করবো! যদি তোমাদের সংকল্প শক্তি পাওয়ারফুল হয় তবে এ সবই আপনা থেকেই কন্ট্রোলে এসে যায়। তখন তোমরা

পরিশ্রম থেকে বেঁচে যাবে। অতএব, সংকল্প শক্তির মহত্বকে জানো।

এই ভাট্টি বিশেষতঃ এই কারণে করানো হয় যাতে, অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায় । এখানকার এই অভ্যাস যদি ভবিষ্যতেও অ্যাটেনশন দিয়ে করতে থাকো, তখনই তা' অবিনাশী হবে। বুঝেছো? এতে কি মহত্ব আছে? বাবা তোমাদেরকে অনেক বৃহৎ, উচ্চ থেকেও উচ্চ সম্পদ দিয়েছেন। এই শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প, শুভ ভাবনা, শুভ কামনার সঙ্কল্পের সম্পদ রয়েছে? বাবা সবাইকে দিয়েছেন কিন্তু তা' জমা করে নম্বরের ক্রমানুসারেই এবং প্রয়োগে আনার শক্তিও নম্বরের ক্রমানুসারেই হয়ে থাকে। এখনো শুভ ভাবনা বা শুভ কামনা, এর প্রয়োগ করেছো কি? বিধিপুর্বক করার ফলেই সফলতার অনুভব হয় কি? এখন অল্প - অল্প হয়। পরিশেষে তোমাদের সঙ্কল্পের শক্তি এতটাই মহান হয়ে যাবে - যে সেবাতে মুখের দ্বারা সন্দেশ দেওয়াতে সময়ও লাগাও আবার সম্পত্তিও লাগাও, অস্থিরতাতেও আসো আবার পরিশ্রান্তও হও... কিন্তু শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্পের সেবাতে এই সবকিছুই বেঁচে যাবে। বৃদ্ধি করো। এই সঙ্কল্প শক্তি বৃদ্ধি করলে প্রত্যক্ষতাও শীঘ্র হবে। এখন ৬২ - ৬৩ বছর হয়ে গেছে, এত সময়ে কত আত্মা তৈরী করেছো? ৯ লাখও সম্পূর্ণ হয়নি। এখনো সম্পূর্ণ বিশ্বে সন্দেশ পৌঁছাতে হবে, তাহলে এখনো কত কোটি আত্মা বাকি আছে? এখনো পর্যন্ত ভগবানই এদের টিচার, ভগবানই এদের চালাচ্ছেন, করাবনহার পরমাত্মা করাচ্ছেন ....একথা স্পষ্ট হয়নি। এটা ভালো আর শ্রেষ্ঠ কার্য করছো, এর আওয়াজ তো আছেই, কিন্তু করাবনহার এখনো গুপ্ত। তাই এই সঙ্কল্প শক্তির দ্বারা প্রত্যেকের বুদ্ধিকেই পরিবর্তন করতে পারো। তা' 'অহো প্রভু' (ঈশ্বরীয় চরিত্র রূপে) বলেই প্রত্যক্ষ হোক বা বাবার রূপেই প্রত্যক্ষ হোক। বাপদাদা তাই এখন আবারও অ্যাটেনশন দেওয়াচ্ছেন যে, সঙ্কল্প শক্তিকে বৃদ্ধি করো আর প্রয়োগে আনতে থাকো। বুঝেছো?

আচ্ছা - বাপদাদা যে অভ্যাসের কথা শুনিয়েছেন তা'তে মন সেকেন্ডে একাগ্র হয়ে যাবে, কেননা সমস্যা হঠাৎই আসে এবং সেই সময় যদি মনোবল থাকে, তাহলে সমস্যা সমাপ্ত হয়ে যায় কিন্তু সমস্যা এক শিক্ষাদায়ী পাঠ হয়ে যায়। তাই সকলেই মন-বুদ্ধিকে এখনই একাগ্র করো। করে দেখো, হবে। (ড্রিল) এমনভাবে সারাদিন অভ্যাস করতে থাকো। আচ্ছা।

চতুর্দিকের শ্রেষ্ঠ আত্মাদের, আদি - মধ্য এবং অন্তের শ্রেষ্ঠ পার্টধারী আত্মাদের, সদা নিজের শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্পের বিধিকে অনুভবকারী, সদা সহজ যোগীর সাথে সাথে প্রয়োগী হবে এমন, সদা সঙ্কল্পের শক্তির দ্বারা সর্ব শক্তি বৃদ্ধিকারী, মন এবং বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণকারী, সদা প্রয়োগী বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

বাপদাদা দেশ - বিদেশের বাচ্চাদেরও দেখছেন। যে বাচ্চারা সঙ্কল্পের দ্বারা বাপদাদার প্রতি স্মরণ-স্নেহ এবং বাপদাদার সঙ্গে অধ্যাত্ম বার্তালাপ করে, তারা বাপদাদার কাছে পৌঁছে যায় । এখনো যারা সায়েন্সের শক্তির দ্বারা শুনছে, সেইসব বাচ্চাদের, প্রতিটি দেশের প্রত্যেক বাচ্চাকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন । বাচ্চী জনককে বাপদাদা বিশেষ স্মরণের স্নেহ-সুমন প্রদান করছেন, কেননা তিনি মনে এখানে কিন্তু তনে ওখানে। তাই সবাইকে অর্থাৎ প্রত্যেককে বাপদাদার বিশেষ স্মরণের স্নেহ-সুমন । আচ্ছা, যোগভাট্টির প্রোগ্রাম খুব ভালোভাবে চলছে ।

(দাদিদের সাথে) সদা নিজেকে বাপদাদার নয়নের নূর (আলো) মনে করো তো না? নয়নে সদা সমাহিত হয়ে আছো, নয়নে সমাহিত হয়ে থাকলে দৃষ্টিতে সদাই সমাহিত থাকবে। এটা হলো বাবা আর বাচ্চাদের সঙ্গমযুগের উৎসব। মিলিত হওয়া, শোনা, ভোজন-পান, এসব সঙ্গমযুগের উৎসব। এইভাবে উৎসব পালন করতে করতে নিজের ঘরে চলে যাবে। তার পরে রাজ্যে আসবে। ব্রহ্মাবাবার সাথে রাজত্ব করবে। খুব ভালো। দুনিয়ার লোকে ভাবতে থাকবে আর তোমরা সদা উদযাপন করতে থাকবে। তোমাদের কোনো চিন্তা নেই যে - কি হবে, কিভাবে হবে কোনো প্রকারের চিন্তাই নেই। আচ্ছা।

বরদানঃ- এই অন্তিম জন্মে প্রাপ্ত হওয়া সব পাওয়ার ইউজ করে উইল পাওয়ার সম্পন্ন ভব

এই সুইট ড্রামা খুব ভালোভাবে পূর্ব নিরমিত হয়ে আছে, তাকে কেউ বদলাতে পারে না। কিন্তু ড্রামাতে এই শ্রেষ্ঠ জন্মের অনেক পাওয়ারই প্রাপ্ত হয়েছে। বাবা উইল করেছেন, সেইজন্য উইল পাওয়ার আছে। এই পাওয়ার ইউজ করো - যখনই চাইবে এই শরীরের বন্ধন থেকে স্বতন্ত্র হয়ে কর্মাতীত স্থিতিতে স্থিত হয়ে যাও। আমি স্বতন্ত্র, আমি মালিক, বাবার দ্বারা আমি নিমিত্ত আত্মা - এই স্মৃতিতে মন-বুদ্ধিকে একাগ্র করে নাও, তবেই বলা হবে উইল পাওয়ার সম্পন্ন।

স্লোগানঃ- হৃদয় দিয়ে সেবা করো তবে আশীর্বাদের দরজা খুলে যাবে।

সূচনাঃ- আজ মাসের তৃতীয় রবিবার অন্তর্রাষ্ট্রিয় যোগ দিবস। সকল ব্রহ্মা বৎস সংগঠিত রূপে সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিট থেকে ৭:৩০ মিনিট পর্যন্ত নিজের বিশেষ পূর্বজ স্বরূপে স্থিত হয়ে সম্পূর্ণ বৃক্ষকে সমূহ শক্তির দান করুন। প্রত্যেক আত্মাকে নিজের সমুখে ইমার্জ করতে করতে স্নেহ ভরা

দৃষ্টি দিন - আপনবোধের অনুভব করান। Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;